JAN. 2? 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

# বইয়ের জন্য শিশুরা রাজপথে

যে দেশে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা নেই, সে দেশে শিক্ষা নামের চারাগাছটা নেতিয়ে পড়বে- এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষা যেখানে দুর্বল সেখানে সৃষ্টি হবে অনেক টানাপড়েন আর অচলাবস্থা। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'দেশে সার্বজনীন শিক্ষা প্রয়োজন ঃ শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অচল।'

আমাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষা তো দূরের কথা আমাদের সরকার শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য প্রয়োজনীয় অংশ ন্যূনতম শিক্ষা উপকরণ পর্যন্ত যোগান দিতে ব্যর্থ। ভাবতে অবাক লাগে- যেখানে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ঘোষণা দেয়া হয় (প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক) সেখানে শিক্ষার প্রতি এত অবহেলা কেন! কেন বই পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হয়। এদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য; অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সুবিধার লোভে হলেও শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। কিন্তু কি লাভ এতে, যদি তাদের লোভ দিয়ে শিক্ষার দিকে এনে তাদের হাতে সময়মত বই তুলে দেয়া না যায়।

দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী দরিদ্র। খাবারের জন্য তাদের প্রতিনিয়ত আন্দোলন করতে হয়। যেখানে তারা দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে কূল পাচ্ছে না সেখানে বই পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে তাদের মন টানার কথা নয়। তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষালাভ করলে নগদ কোন লাভ পাওয়া যায় না। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে সময় নষ্ট না করে বরং ক্ষেতে গিয়ে বাবার সাথে সাহায্য করলে কিছু ভাল ফসল পাওয়া যায়- এটাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে আবার বইয়ের সংকট শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে কত ভেঙ্গে দিতে পারে, সেটাই আশঙ্কার বিষয়।

দেশের সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বছর শুরুর পূর্বে সারাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌঁছাবে- এটাই কথা। কিন্তু দুঃখের হলেও স্বীকার্য কোন বছরই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন হয় না। আর এ বছর তো অবস্থা আরও সঙ্গীন। বছরের একটি মাস চলে যাচ্ছে। এখনও বই পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো পুরো বই সরবরাহ করতে আরও এক মাস লেগে যাবে।

> **শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার এত উদাসীন হয় কি করে!**

আর এতে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক পিছিয়ে পড়বে- সে হিসেব কে দেবে?

শিক্ষার মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার এত উদাসীন হয় কি করে। সারাদেশে প্রায় ৩ কোটি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক যখন ক্ষুব্ধ তখন সংসদে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, "স্কুলের পাঠ্য বইয়ের কোন সমস্যা নেই, ৭২% বই প্রস্তুত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা সময়মত বই পেয়ে যাবে।" শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের বেশ পর গত ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত জানা যায়, মাত্র ১৬% বই প্রস্তুত হয়েছে। তিনি কোন সূত্রে বললেন ৭২% হয়েছে। আর তার ভাষায় বইয়ের যদি কোন সমস্যা না থাকে তো বই সরবরাহ করা হচ্ছে না কোন দুঃখে। এ ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্য ঔদাসিন্যের প্রমাণ দেয়।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে পুস্তকা নামের একটি সংস্থাকে (প্রকাশক হিসেবে যাদের অস্তিত্ব নতুন) ৬ কোটি ৫ লাখ বইয়ের সিংহভাগ বই ছাপার দায়িত্ব দিয়েছিল। বই সরবরাহের নির্ধারিত তারিখ তিনবার পিছানো হয়। কিন্তু এখনও সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, ঢাকাসহ সারাদেশে স্কুল ছাত্ররা নতুন বই পাওয়ার জন্য আন্দোলনে নামে। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, চতুর্মুখী চাপের ফলে এখন তাড়াহুড়ো করে ছাপার কাজ শেষ করা হবে। তাতে প্রচুর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে কলুষিত করবে। শোনা গেছে, বইয়ে সাদা কাগজ দেয়ার কথা থাকলেও নিম্নমানের কাগজ দেয়া হচ্ছে। মার্চ মাসে সারাদেশে ১ম সাময়িক পরীক্ষা। এ এক মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতি নিতে হবে পরীক্ষার।

শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়টা যেন বইয়ের অভাবে আর কোন দিন নষ্ট করতে না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

❑ হাসনাইন আহমদ